[redacted]

[redacted]

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ.জে.এম. সিরাজুম মুনির বলেন, “আমাদের দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত হলেও সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো মানুষ। এই জনশক্তিকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরিত করতে পারলেই দেশের উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হবে।”

ইয়াদুল মোমিন বলেন, “দেশে লাখ লাখ বেকারের সবাইকে সরকারের একার পক্ষে চাকরি দেওয়া সম্ভব নয়। তাই তরুণদের চাকরিপ্রার্থী নয়, চাকরিদাতা হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। ওয়েভ ফাউন্ডেশনের এ উদ্যোগ বেকারত্বের বৃত্ত ভাঙতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।”

ওয়েভ ফাউন্ডেশনের এরিয়া ম্যানেজার ইলিয়াস হোসেন বলেন, “প্রশিক্ষণ ও মেন্টরশিপের মাধ্যমে তরুণরা জলবায়ু-সংবেদনশীল উদ্যোক্তা দক্ষতা অর্জন করে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও পরিবেশগত ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারবেন।”

অংশগ্রহণকারী তরুণ মুনতাসির মাহমুদ বলেন, “সবুজ উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন ছিল, কিন্তু কোথা থেকে শুরু করব বুঝতে পারছিলাম না। আজকের সভা আমাকে সেই পথ দেখিয়েছে।”

সভায় সবুজ ও টেকসই ব্যবসার ধারণা, উদ্যোগ গ্রহণের প্রাথমিক ধাপ, পরিবেশবান্ধব ব্যবসায় অর্থায়নের বিভিন্ন উৎস এবং উদ্যোক্তা হওয়ার ব্যবহারিক কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

গাংনী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান

গাংনী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের ২০২৬ সালের এইচএসসি (বিএমটি) পরীক্ষার্থীদের বিদায়, নতুন একাডেমিক ভবনের উদ্বোধন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার দুপুরে কলেজ মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আনোয়ার

হোসেনের সভাপতিত্বে এবং গণিত বিভাগের প্রভাষক জেসমিন আজাদের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টন। প্রধান বক্তা ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন পৌর কমিশনার আলমগীর হোসেন, ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আরিফুজ্জামান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুস ছালাম এবং ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রবিউল ইসলাম।

এছাড়া অনুষ্ঠানে কলেজের সহকারী অধ্যাপক শরিফুল ইসলাম, কামরুজ্জামান, ফিদা হাসান, আব্দুল কুদ্দুস, ওয়াহেদ বিন হোসেন মিন্টুসহ শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী, ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান, বিএনপি নেতা আব্দুল গনি, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, অভিভাবক ও এইচএসসি ২০২৬ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান অতিথি জাভেদ মাসুদ মিল্টন ও গভর্নিং বডির সভাপতি আনোয়ার হোসেন কলেজে পৌঁছালে অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপনসহ শিক্ষকরা ফুলেল শুভেচ্ছায় তাদের বরণ করে নেন।

অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন তার বক্তব্যে বলেন, বিগত সময়ে কলেজটি বিভিন্ন উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তিনি কলেজের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে প্রধান অতিথি ও গভর্নিং বডির সভাপতির সহযোগিতা কামনা করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাভেদ মাসুদ মিল্টন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, “তোমরাই দেশের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। যোগ্য নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারলে তোমরাই দেশের নেতৃত্ব দেবে। কঠোর পরিশ্রম ও নিয়মিত পড়াশোনার মাধ্যমে সফলতা অর্জন সম্ভব।”

তিনি শিক্ষার্থীদের সামাজিক অবক্ষয় থেকে দূরে থেকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি কলেজের উন্নয়নে কম্পিউটার ল্যাব, সীমানা প্রাচীরসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণে উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দেন।

তিনি আরও বলেন, আসন্ন এইচএসসি (বিএমটি) পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের নকলমুক্ত ও সুষ্ঠু পরিবেশে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া উচিত।

অনুষ্ঠানে কলেজের পক্ষ থেকে পরীক্ষার্থীদের ফাইল, কলম ও স্কেল উপহার দেওয়া হয়।

পরে প্রধান অতিথি জাভেদ মাসুদ মিল্টন নতুন একতলা একাডেমিক ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠান শেষে পরীক্ষার্থীদের সফলতা কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন আলমগীর হোসেন।

তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মেহেরপুরে চাকরি মেলার উদ্বোধন

তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে মেহেরপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে চাকরি মেলা-২০২৬। রবিবার সকালে শহরের পৌর কমিউনিটি সেন্টারে এ মেলার আয়োজন করে দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থা, মেহেরপুর। এতে কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

মেহেরপুর দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো. আবু জাফরের সভাপতিত্বে মেলার উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম।

উদ্বোধনী বক্তব্যে তরিকুল ইসলাম বলেন, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ জনবলের চাহিদা রয়েছে। এই চাকরি মেলার মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে তরুণরা উৎসাহিত হবে। যোগ্যতা, দক্ষতা ও পরিশ্রমের মানসিকতা থাকলে কাউকে পিছিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এ ধরনের উদ্যোগের জন্য তিনি দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থাকে ধন্যবাদ জানান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মেহেরপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ড. প্রকৌশলী শামিম হোসেন এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মেহেরপুরের উপ-পরিচালক এস.এম. ওবায়দুল বাসার।

বক্তারা বলেন, শুধু প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলেই হবে না, সেই দক্ষতাকে কাজে লাগাতে হবে। প্রশিক্ষণ কাজে লাগাতে পারলেই একজন ব্যক্তি যোগ্য নাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। তারা মেহেরপুরে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান, যাতে জেলার বেকার যুবকরা নিজ এলাকাতেই কর্মসংস্থানের সুযোগ পান।

চাকরি প্রত্যাশী মো. নাসিম বলেন, পড়াশোনা শেষ করে দীর্ঘদিন ধরে বেকার রয়েছেন। এই মেলার মাধ্যমে একটি চাকরি পেলে পরিবারের দায়িত্ব নিতে পারবেন।

আরেক চাকরি প্রত্যাশী আরিফুল বলেন, বর্তমান আয়ে পরিবারের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এই মেলা থেকে চাকরি পেলে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।

সুমাইয়া রহমান বলেন, দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থার এ উদ্যোগের মাধ্যমে জেলার বেকার যুবকরা কর্মসংস্থানের সুযোগ খুঁজে পাবে এবং স্বাবলম্বী হতে পারবে।

আয়োজকরা জানান, এ ধরনের চাকরি মেলার মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাসের পাশাপাশি দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠান শেষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম ও অতিথিরা বেলুন উড়িয়ে চাকরি মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

এ সময় দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থা ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা কমিউনিটি ক্লাবের ঈদ পুনর্মিলনী ও ফল

উৎসব

মেহেরপুরের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, শিকড়ের বন্ধন ও সৌহার্দ্য আরও দৃঢ় করতে মেহেরপুর জেলা কমিউনিটি ক্লাব, ঢাকার উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী ও ফল উৎসব-২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার (২৬ জুন) রাজধানীর বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে ঢাকায় বসবাসরত প্রায় পাঁচ শতাধিক মেহেরপুরবাসী অংশ নেন। উৎসবমুখর পরিবেশে তারা আম, চিড়া, দইসহ বিভিন্ন গ্রীষ্মকালীন ফলের স্বাদ উপভোগ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আব্দুর রশীদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) মোহাম্মদ খালেদুজ্জামান, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের পরিচালক গণি উল আজম, বরিশালের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মিল্টন হোসেন এবং মুন্সীগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শহীদ আহসান সাইক্লোন।

অনুষ্ঠানে আনিশা গ্রুপের চেয়ারম্যান এস এম ঈমন বলেন, “এই ঢাকা শহরে এককভাবে আমাদের কেউ চেনে না। কিন্তু যখন আমরা একটি ছাদের নিচে সামাজিক বা পারিবারিক অনুষ্ঠানে একত্রিত হই, তখন শিকড়ের টান অনুভব করি, মনে পড়ে আমাদের প্রিয় মেহেরপুরের কথা। এই উৎসবের ধারাবাহিকতা আমরা ভবিষ্যতেও বজায় রাখব।”

আয়োজক টিমের সমন্বয়ক সাঈদুর রহমান বলেন, “আম-দই-চিড়া খাওয়া সহজ, কিন্তু এমন একটি আয়োজন সফল করা অনেক কঠিন। একটি দক্ষ টিমের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, শ্রম, মেধা ও আন্তরিকতার ফলেই এই আয়োজন সফল হয়েছে। এজন্য মেহেরপুর জেলা কমিউনিটি ক্লাবের সকল সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আমাদের এ ধরনের সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।”

অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে অনুভূতি প্রকাশ করেন অ্যাডভোকেট দীপা রানাইদ। তিনি বলেন, “সত্যিই আমি অভিভূত। কল্পনাও করিনি এত প্রাণবন্ত ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে। বাবা- মাসহ পুরো পরিবার নিয়ে এসেছিলাম। সবাই মিলে দারুণ সময় কাটিয়েছি।”

ঈদ পুনর্মিলনী ও ফল উৎসব ঘিরে দিনভর ছিল মিলনমেলা, আড্ডা, স্মৃতিচারণ এবং আন্তরিকতার আবহ। আয়োজকদের মতে, প্রবাসে থেকেও মেহেরপুরের মানুষকে এক সুতোয় গেঁথে রাখার লক্ষ্যেই প্রতিবছর এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত থাকবে।

দলীয় কোন্দলের বলি শতবর্ষী মহররম মেলা

মেহেরপুরের কুতুবপুর গ্রামের শতবছরের ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ মেলা এবার দলীয় কোন্দলের বলি হয়েছে। দীর্ঘদিনের রীতি ভেঙে মেলাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্থানীয় সাংস্কৃতিক ও ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে নেমে এসেছে চরম স্থবিরতা। ঐতিহ্যবাহী এই মিলনমেলা বন্ধের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক বিভেদ ও সমন্বয়হীনতাকে দায়ী করছেন সচেতন এলাকাবাসী।

স্থানীয় দর্শনার্থী আলামিন হোসেন জানান, কুতুবপুরের মেলা কেবল কেনাবেচার স্থান নয়, বরং অত্র অঞ্চলের মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের অন্যতম মাধ্যম। শতবর্ষ আগে কৃষিভিত্তিক এই জনপদে পণ্য বিনিময় ও বিনোদনের জন্য মেলাটির যাত্রা শুরু হয়েছিল। সময়ের পরিক্রমায় এটি এই অঞ্চলের মানুষের কাছে একটি অনন্য উৎসবে পরিণত হয়। কিন্তু এবার সেই ঐতিহ্যবাহী উৎসবের আমেজ ম্লান হয়ে গেছে দলীয় কোন্দলের কারণে।

মেলার খবরে রাজশাহী, নাটোর, লালপুর, কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহসহ দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্য নিয়ে এসেছিলেন। মেলা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে মেলা বন্ধের খবর শুনে দিশেহারা হয়ে পড়েন তারা। ব্যবসায়ী ছলেমান হোসেন আক্ষেপ করে বলেন, “মেলাকে কেন্দ্র করে বিপুল পরিমাণ পণ্য তুলেছিলাম। মেলা না হওয়ায় সেগুলো বিক্রি হচ্ছে না, সব ব্যবসায়ীই এখন বড় ধরনের লোকসানের মুখে পড়েছেন।” অনেকে লোকসানের আশঙ্কায় তড়িঘড়ি করে এলাকা ত্যাগ করলেও, কেউ কেউ এখনো মেলার আশায় দোকান নিয়ে বসে আছেন।

প্রতিবছর এই মেলায় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম ঘটে। এবছর মেলার খবর না জেনে বিকেল গড়ালেই বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ শিশুসন্তানদের নিয়ে ছুটে আসছেন। মেলার প্রাণচাঞ্চল্য না দেখে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে তাদের। দর্শনার্থী পারভেজ হোসেন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “বছরের এই একটি দিনের অপেক্ষায় থাকি আমরা। মেলা অনুষ্ঠিত না হওয়া পুরো গ্রামবাসীর ব্যর্থতা। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের শতবছরের ঐতিহ্য বিলুপ্ত হয়ে যাবে।”
ব্যবসায়ী রুবেল হোসেন জানান, নাগরদোলা থেকে শুরু করে খাবার, শিশুদের খেলনা ও কসমেটিকসের দোকান—সব মিলিয়ে মেলাটি জমজমাট হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সবকিছুই এখন ম্লান।

এই সংকটের উত্তরণ চেয়ে স্থানীয় সচেতন নাগরিক জুয়েল রানা বলেন, “ঐতিহ্য কোনো দলের নয়, এটি জনগণের সম্পদ। আমি আশা করি, আগামী বছরগুলোতে সকল প্রকার দলীয় কোন্দল ও বিভেদ কাটিয়ে মেলা কমিটি সম্মিলিতভাবে মেলার আয়োজন করবে। প্রশাসনের হস্তক্ষেপে যেন এই ঐতিহ্য পুনরায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, এটিই আমাদের দাবি।”

স্থানীয় সচেতন মহলের মতে, ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে স্থানীয় প্রশাসন ও সমাজ সচেতন ব্যক্তিরা উদ্যোগ নিলে অদূর ভবিষ্যতে কুতুবপুর মেলা তার হারানো জৌলুস ফিরে পাবে।

পূর্বশত্রুতার জেরে মেহেরপুরে বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজাপুর গুচ্ছগ্রামে জমিজমা-সংক্রান্ত বিরোধ ও পূর্বশত্রুতার জেরে আব্দুল হালিমের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যা প্রায় ৬টার দিকে পার্শ্ববর্তী শালিকা গ্রাম থেকে ৪০-৫০টি মোটরসাইকেলে করে প্রায় ১০০ জন লোক

মেহেরপুরে নোটিশ ছাড়া নির্মাণাধীন বাড়ির প্রাচীর ভাঙচুরের অভিযোগ

মেহেরপুর পৌরসভার ওয়াপদা রোড এলাকায় নোটিশ ছাড়াই নির্মাণাধীন বাড়ির প্রাচীর, স্যানিটারি সামগ্রী ও নির্মাণসামগ্রী ভাঙচুর এবং ক্ষতিসাধনের অভিযোগ উঠেছে সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের বিরুদ্ধে।

এ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত গৃহকর্ত্রী মোছা. ডলি আজাদী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন।

লিখিত অভিযোগে ডলি আজাদী বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মো. মিজানুর রহমান কোনো ধরনের পূর্ব নোটিশ বা মৌখিক অবহিতকরণ ছাড়াই বুলডোজার দিয়ে তার নির্মাণাধীন বাড়ির প্রাচীর, স্যানিটারি সামগ্রী ভেঙে ফেলেন। এছাড়া সেখানে রাখা ইট ও বালু মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়।

তার দাবি, এ ঘটনায় প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার থেকে ২ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

ডলি আজাদী অভিযোগ করেন, “আমাকে কোনো ধরনের লিখিত বা মৌখিক নোটিশ না দিয়েই ভাঙচুর চালানো হয়েছে। আমাদের নির্মাণাধীন বাড়ির আশপাশে থাকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও অন্যান্য দোকানপাটের সামনেও একইভাবে জায়গা ব্যবহার করা হয়েছে। কোথাও কোথাও টাইলসও বসানো রয়েছে। অথচ শুধুমাত্র আমাদের ক্ষেত্রেই এ ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, যা অন্যায়।”

এবিষয়ে সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মো. মিজানুর রহমান বলেন, “হাইওয়ের সরকারি জমির ওপর কংক্রিটের কাজ ও সেফটি ট্যাংক নির্মাণ করা হয়েছিল। এ বিষয়ে পূর্বেই নোটিশ দিয়ে অবৈধ স্থাপনা অপসারণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। হাইওয়েতে যান চলাচলের স্বার্থে সেখানে রাখা ইট ও বালুসহ অন্যান্য নির্মাণসামগ্রী অপসারণ করা হয়েছে।”

[redacted]

[redacted]

এরও আগে জুন মাসের শুরুতে গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া সীমান্তের ১৪০/৫-এস আন্তর্জাতিক পিলারের কাছে নারী ও শিশুসহ ছয়জনকে বাংলাদেশে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করে বিএসএফ। তেঁতুলবাড়িয়া বিজিবি ক্যাম্প ও স্থানীয় গ্রামবাসীর প্রতিরোধের মুখে তারা বাংলাদেশে ঢুকতে ব্যর্থ হয়। পরে তারা ভারতের ভূখণ্ডে কাঁটাতারের বেড়ার পাশে অবস্থান নেয়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বিএসএফ কাঁটাতারের বেড়া খুলে ওই ব্যক্তিদের বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দেয়। তবে বিজিবি ও গ্রামবাসীরা শক্ত অবস্থান নেওয়ায় তারা আর এগোতে পারেনি।

বিজিবি-৬ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসান বলেন, “মেহেরপুর সীমান্তে একাধিকবার পুশইনের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে বিজিবির কঠোর অবস্থানের কারণে কেউ বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারেনি। সীমান্তে সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখা হয়েছে এবং স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “অবৈধ কোনো অনুপ্রবেশ কিংবা পুশইন মেনে নেওয়া হবে না। যেকোনো ধরনের পুশইন প্রতিরোধে বিজিবি বদ্ধপরিকর।”

জানা গেছে, মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় বিজিবি একাধিক বিওপি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বুড়িপোতা বিওপি, মুজিবনগর বিওপি, কাজীপুর বিওপি, আমঝুপি বিওপি, বালিয়াঘাট বিওপি, কুতুবপুর বিওপি, শোলমারী বিওপি, তেঁতুলবাড়িয়া বিওপি, রামনগর বিওপি, সাহেবনগর বিওপি, কল্যাণপুর বিওপি ও জয়নগর বিওপি।

গাংনী সীমান্তে আবারো তিনজনকে পুশইনের চেষ্টা

মেহেরপুরের গাংনী সীমান্তে আবারো তিনজনকে পুশইনের চেষ্টা করেছে বিএসএফ।
আজ শুক্রবার ভোরে উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের রাধাগোবিন্দপুর ধলা সীমান্তে সীমান্ত দিয়ে বিএসএফ তিনজনকে পুশইনের চেষ্টা করলে

বিজিবি ও স্থানীয়দের মুখে বিএসএফ তাদের ফেরত নেয়।
ধলা বিজিবি ক্যাম্পের কমান্ডার হাবিলদার শিশির কুমার সরকার বলেন, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার করিমপুর থানার বুড়িপোতা বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যরা গেট খুলে তিনজনকে পুশইনের চেষ্টা করে। বিজিবি ও গ্রামবাসীর সতর্ক অবস্থানের কারণে তারা বাংলাদেশের প্রবেশ করতে পারেনি। পরে বিজিবি এবং বিএসএফের মধ্যে আলোচনার পর ওই তিনজনকে ফেরত নেয় বিএসএফ।
উল্লেখ্য: চলতি মাসে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে বিএসএফ তিন দফায় ২০ জনকে পুশইনের চেষ্টা করে।
বিজিবি ও গ্রামবাসীর প্রতিরোধের মুখে পুশইনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

মুক্তিযোদ্ধা আহম্মদ আলী কলেজে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় ও দোয়া অনুষ্ঠান

মুক্তিযোদ্ধা আহম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের ২০২৬ সালের এইচএসসি (বিএমটি) পরীক্ষার্থীদের বিদায় ও দোয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার কলেজের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে সহকারী অধ্যাপক রকিবুল হাসান রিপন সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন কলেজের অধ্যক্ষ শাহি উদ্দীন মিল্টন। এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক ও কম্পিউটার অপারেশন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জাহিদুল আলম হিটু, বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নাজনীন আক্তার, ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আশরাফুল হক, ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক নয়ন ইসলাম এবং কলেজের সাবেক শিক্ষার্থী নাফিউল ইসলাম।

দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী সাইফুল ইসলামের পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যক্ষ শাহি উদ্দীন মিল্টন